সমকাল

27 SEP 2013
পৃঃ 20

■ বিশ্বনেতাদের মালালা

অস্ত্র ট্যাঙ্ক সৈন্য নয়, বই কলম ও শিক্ষক পাঠান

■ এএফপি

সন্ত্রাসকবলিত দেশগুলোতে অস্ত্রের বদলে বই, ট্যাঙ্কের বদলে কলম এবং সেনার বদলে শিক্ষক পাঠাতে বিশ্বনেতাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে পাকিস্তানের নারীশিক্ষা অধিকার কর্মী কিশোরী মালালা ইউসুফজাই। বুধবার নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দফতরে 'গ্লোবাল এডুকেশন ফার্স্ট ইনিশিয়েটিভ'-এর প্রথম বার্ষিকীতে অংশ নিয়ে সে এ আহ্বান জানায়।

বিশ্বব্যাপী শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০১২ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর গ্লোবাল এডুকেশন ফার্স্ট ইনিশিয়েটিভের উদ্বোধন করা হয়। জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি মুন এটি স্পন্সর করেন।

১৬ বছর বয়সী মালালা তার ভাষণে বলেছে, 'আফগানিস্তানসহ সন্ত্রাসকবলিত দেশগুলোতে অস্ত্র ও ট্যাঙ্ক পাঠানোর বদলে বই ও কলম পাঠান।' গত বছর অক্টোবরে স্কুলে যাওয়ার পথে তালেবানের গুলিতে মারাত্মক আহত হয় মালালা। সংকটাপন্ন ■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৬

সমকাল

অস্ত্র ট্যাঙ্ক সৈন্য

[শেষ পৃষ্ঠার পর]

অবস্থায় তাকে চিকিৎসার জন্য যুক্তরাজ্য পাঠানো হয়। সেখানে সুস্থ হয়ে উঠে ব্রিটেনেই একটি স্কুলে পড়ালেখা শুরু করে সে। মালালা বর্তমানে বিশ্বব্যাপী সব শিশুর অধিকার বিশেষ করে মেয়ে শিশুর যথার্থ শিক্ষার অধিকারের পক্ষে সোচ্চার।

মালালা জানায়, 'সব শিশুকে শিক্ষিত হতে এবং সব মানুষের জন্য সাম্য প্রতিষ্ঠিত হতে দেখাই আমার স্বপ্ন। আমার স্বপ্ন হলো নাইজেরিয়া, সিরিয়া, পাকিস্তান, আফগানিস্তানসহ বিশ্বের সব স্থানে শান্তি দেখতে পাওয়া।

এসব দেশে সেনা পাঠানোর বদলে শিক্ষক পাঠানোরও আহ্বান জানায় সে। অনুষ্ঠানে নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী ডেসমন্ড টুটু, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ক্রোয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী ইভো ইয়োসিপোভিচ যোগ দেন।

এর আগে গত জুলাইয়েও জাতিসংঘ সদর দফতরে বক্তৃতা করে মালালা। বুধবার মালালা বলে, 'আমরা চাই নারীরা আত্মনির্ভরশীল হোক। তারাও পুরুষদের সমান অধিকার পাক। আমরা সমতায় বিশ্বাস করি।' নারীদের সমান অধিকার দেওয়া ন্যায়বিচার বলে উল্লেখ করে সে।

মালালা তার বক্তৃতায় জানায়, 'আমরা এসব সমস্যার সম্মুখীন হয়ে তার একটি সমাধান খুঁজতে এখানে এসেছি।'

প্রসঙ্গত বান কি মুন এক অনুষ্ঠানে 'সাহস ও বিজয়ের' জন্য মালালার প্রশংসা করে বলেন, মালালা বিশ্বজুড়ে লাখ লাখ মানুষকে প্রেরণা জুগিয়েছে। আগামী মাসে তার লেখা বই 'আমি মালালা' প্রকাশিত হওয়ার কথা রয়েছে।